গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা।
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০১.২১- ৩০২

তারিখ: ১১ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।
২৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : লালমোহন পৌরসভার মেয়র জনাব এমদাদুল ইসলাম তুহিন এর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত করত: মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র : ভোলা জেলার লালমোহন পৌরসভার ১৬ (ষোল) জন কাউন্সিলর কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভোলা জেলার লালমোহন পৌরসভার ১৬ (ষোল) জন কাউন্সিলর কর্তৃক স্বাক্ষরিত পৌর মেয়র জনাব এমদাদুল ইসলাম তুহিন এর ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাত ও বিভিন্ন অনিয়ম/দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাখিলকৃত অভিযোগের ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। উক্ত আবেদনে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি, লুটপাট ও টেন্ডারবাজীসহ বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ সরেজমিন তদন্ত করে মতামতসহ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

২৫.০১.২০২১

(মাহাম্মদ ফারুক হোসেন)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৪২

উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা।

অনুলিপি :

০১। জেলা প্রশাসক, ভোলা।
০২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
০৪। অফিস কপি।

যুগ্ম-সচিব (উঃ-২) এর দপ্তর
স্মারক নং ১২১৫ তাং ১৪/০১/২০২২
১। পৌঃ-১ শাখা
২। পৌঃ -২ শাখা
যুগ্ম-সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
তারিখঃ
স্বাক্ষর

০২

বরাবর,
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ লালমোহন পৌরসভার মেয়র এমদাদুল ইসলাম তুহিন এর বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করে প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের আবেদন।

মহাত্মন,
যথাযথ সম্মান সহকারে সবিনয় জানাইতেছি যে, লালমোহন পৌরসভার মেয়র এমদাদুল ইসলাম তুহিন ১৫/০২/২০১১ইং তারিখ হতে অদ্য পর্যন্ত একটানা ০৯ বছর মেয়রের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। তার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, দূর্নীতি, লুটপাট, টেন্ডারবাজী, অর্থ আত্মসাৎ করে অবৈধভাবে শতশত কোটি টাকার মালিক হইয়াছেন।
অভিযোগগুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে-

১। লালমোহন পৌরসভার মেয়র এমদাদুল ইসলাম তুহিন তার দায়িত্বকালীন সময়ে ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত পৌরসভার বিপুল পরিমান রাজস্ব আয় থাকলেও কাউন্সিলরদের ভাতা বকেয়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬-৫৯ মাস পর্যন্ত বেতন ভাতা বকেয়া, প্রভিডেন্টফান্ড-গ্রাচ্যুইটি ১৫ কোটি টাকা, বিএমডিএফ ৭৫ লক্ষ টাকা, পল্লী বিদ্যুৎ বিল ৬৫ লক্ষ টাকা, সরকারী ভ্যাট আয়কর ১২ কোটি বকেয়া রেখে রাজস্ব অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থে উন্নয়ন খাতে ট্রান্সফার করে লালমোহন পৌরসভাকে দেউলিয়া বিভিন্ন দূর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে ভুয়া প্রকল্পের নামে আর্থিক লুটপাট করেন।

২। লালমোহন পৌরসভার প্যানেল মেয়র গঠন না করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে টেন্ডার কমিটির আহবায়ক হয়ে ইজিপি টেন্ডার না দিয়ে ওটিএম/এলটিএম কোটেশনের মাধ্যমে চাপা টেন্ডার দিয়ে সিডিউল ঠিকাদার দিয়ে পুরন না করে ঠিকাদারের সই স্বাক্ষর এবং টেন্ডার কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর জালজালিয়াতি করে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় গ্রহন করে পছন্দের ঠিকাদার/নিকট আত্মীয়স্বজনের নামে কাজ পাইয়ে মেয়র নিজেই কাজ করে দূর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমান অর্থ হাতিয়ে নেন। হোল্ডিং নাম্বার প্লেট স্থাপন না করে ৩০ লক্ষ টাকা ভুয়া বিল দূর্নীতির মাধ্যমে নিজেই টাকা আত্মসাৎ করেন।

৩। লালমোহন পৌরসভার মেয়র এমদাদুল ইসলাম তুহিন দায়িত্বকালীন সময়ে লালমোহন অবস্থান করলেও দাপ্তরিক প্রয়োজনে ঢাকা গমনাগমন দেখিয়ে নিজের নামে বিভিন্ন সময়ে বিপুল পরিমান ভ্রমন ভাতা বিল নামে ভুয়া বিল আত্মসাৎ করেন।

৪। সরকারি এডিবি টাকা ও অন্যান্য বরাদ্দের কোন টেন্ডার আহবান না করে আগের টেন্ডারকৃত ভুয়া কাজের বিলের নামে নিজেই টাকা আত্মসাৎ করেন। লালমোহন পৌরসভার তহবিলে টাকা না থাকলেও অর্থ আত্মসাতের অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতা অপব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা অগ্রীম টেন্ডার আহ্বান করে অগ্রীম চেক প্রদান করেন। চেক ইস্যুর তারিখে পৌর তহবিলের স্থিতি নিরীক্ষা করিলেই সত্যতা পরিলক্ষিত হইবে।

৫। উত্তর বাজার কমিউনিটি সেন্টার নির্মানের নকশা, প্রাক্কলন মন্ত্রণালয় ও এলজিইডির অনুমোদন ছাড়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে চাপা টেন্ডারের মাধ্যমে মেয়রের শ্যালক মেসার্স রিয়াজ স্টোর, প্রোঃ মোঃ কামাল হোসেন রিয়াজ, লালমোহন এর নামে কাজ দিয়ে নিজ ঠিকাদারী করে ২ কোটি টাকা বিল ভাউচারের মাধ্যমে নিজেই টাকা আত্মসাৎ করেন।

৬। লালমোহন পৌরসভার মেয়র এমদাদুল ইসলাম তুহিন এর দায়িত্বকালীন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে হাট বাজার ইজারায় সরকারি রেইটের নীচে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া মেয়রের নিজস্ব ইজারাদারদের কাছে বিভিন্ন ঘাট নগদ টাকায় ইজারা দিয়ে পৌর তহবিলে জমা না করে প্রত্যেক বছর কোটি কোটি টাকা পৌরসভার রাজস্ব ক্ষতি করে ব্যক্তিগত লাভবান হন।
উল্লেখিত বিষয়গুলো তদন্ত করলেই প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমান পাওয়া যাইবে।

অতএব, প্রার্থনা উল্লেখিত বিষয়গুলো সুষ্ঠ তদন্ত করে লালমোহন পৌরসভার মেয়র এমদাদুল ইসলাম তুহিন এর ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ ও দূর্নীতি অনিয়মের বিষয়ে প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

তারিখঃ ০৭/০৯/২০২১ইং
নিবেদক
লালমোহন পৌসভার কাউন্সিলরবৃন্দঃ

১। মিসেস জান্নাতুল ফেরদাউস। (জান্নাতুল ফেরদাউস, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত-১। ১,২,৩ নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
২। মিসেস লুৎফা বেগম। (লুৎফা বেগম, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত-২। ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
৩। মিসেস দুলি বেগম। (দুলি বেগম, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত-৩। ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
৪। মিসেস ফেরদৌসি বেগম। (ফেরদাউসি, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত-৪। ১০,১১,১২ নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
৫। জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন মেহের।
৬। জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন। (মোঃ হেলাল উদ্দিন, কাউন্সিলর, ২নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
৭। জনাব মোঃ অহিদুর রহমান মাষ্টার (মোঃ অহিদুর রহমান মাষ্টার, কাউন্সিলর, ৩নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
৮। জনাব মোঃ রায়হান মাসুম। (মোঃ রায়হান মাসুম, কাউন্সিলর, ৪নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
৯। জনাব মোঃ ঈমাম হোসেন। (আলহাজ্ব ঈমাম হোসেন, কাউন্সিলর, ৫নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
১০। জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম মাসুদ। (মোঃ হাজী জহিরুল ইসলাম মাসুদ পাটওয়ারী, কাউন্সিলর, ৬নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
১১। জনাব শাহ্ মোঃ জাহিদুল ইসলাম। (শাহ মোঃ জাহেদুল ইসলাম, কাউন্সিলর, ৭নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
১২। জনাব মোঃ সাইফুল কবির। (মোঃ সাইফুল কবির, কাউন্সিলর, ৮নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
১৩। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন হিরণ। (মোঃ আনোয়ার হোসেন হিরণ, কাউন্সিলর, ৯নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
১৪। জনাব সিরাজ মাতাব্বর।
১৫। জনাব মোঃ এহসানুল হক ফরিদ। (মোঃ এহসানুল হক ফরিদ, কাউন্সিলর, ১১নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)
১৬। জনাব মোঃ জসিম ফরাজী। (মোঃ জসিম ফরাজী, কাউন্সিলর, ১২নং ওয়ার্ড পৌরসভা, লালমোহন, ভোলা।)

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেওয়া গেল ঃ
১। আলহাজ্ব নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১১৭, ভোলা-৩।

নম্বর নং ২২৪ তারিখ ৩০/১/২২
১। যুগ্ম-সচিব (উঃ-১)